ইউনিট-১১

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শ্রেণিকক্ষে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

অধিবেশন-১ : **সুস্বাস্থ্যকর শিক্ষার পরিবেশের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন শ্রেণিকক্ষ (Clean Classroom)**

অধিবেশন-২ : ব্যবহারিক কাজে ওয়ার্কশপ ব্যবহারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

সুস্বাস্থ্যকর শিক্ষার পরিবেশের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শ্রেণিকক্ষ (Clean Classroom)

ভূমিকা

সুস্থতায় সুস্বাস্থ্য। একজন শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। এ সমস্ত বিষয়ের একটি হচ্ছে শ্রেণিক্ষের পরিবেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারী সকলের ভূমিকা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া ও করোনার মত ভয়াবহ ভাইরাস আমাদের এমন শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস করতে হবে। শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতেও নির্দেশনা রয়েছে। শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া জরুরি। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য বিধিগুলো জানতে হবে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি...

- শ্রেণিকক্ষের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে কক্ষের আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধিকরণ;
- শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শ্রেণিকক্ষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যে সমস্যা রয়েছে তা বলতে পারবেন;
- শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর করণীয় বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

- ছবি, চার্ট, মডেল, নকশা, বোর্ড, ডায়াগ্রাম, ফ্লো-চার্ট, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, ভিডিও কনটেন্ট।

পূর্বসমূহ

প্রথমেই মনোযোগ সহকারে “মূল শিক্ষনীয় বিষয়” অংশটি পড়ে নিন। তারপর একে একে পর্বগুলো অনুসরণ করুন।

পর্ব-ক: শ্রেণিকক্ষের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সুন্দর, স্বাস্থ্যসম্মত ও মনোরম পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য নিচের ছবিগুলো লক্ষ করি।

চিত্র: ১১.১.১

চিত্র: ১১.১.২

চিত্র: ১১.১.৩

চিত্র: ১১.১.৪

- ১নং ছবিতে দেখছি শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র পরিষ্কার করছে;
- ২নং ছবিতে দেখছি শিক্ষার্থীরা শ্রেণি কক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে;
- ৩নং ছবিতে দেখছি শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে পর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছে;
- ৪নং ছবিতে দেখছি শিক্ষার্থীরা তাদের বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা পরিস্কার করে ঝুড়িতে সংরক্ষণ করছে।

উপরের ছবিগুলো শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে সম্পর্কিত। আপনি কী শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে সম্পর্কিত নিজস্ব কোন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারেন? শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যেসব সমস্যা আছে তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

পর্ব-খ: শ্রেণি কক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং শিক্ষার পরিবেশকে শিক্ষা বান্ধব ও আকর্ষণীয় করতে প্রয়োজন তাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীরা সচেতন হলে শ্রেণিকক্ষের সাথে সাথে তাদের বাড়িতে পড়ার কক্ষটিও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। এই প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা নিচের প্রশ্ন গুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি।

১. শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলতে কী বুঝায়?
২. শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করলে কী কী সমস্যা হতে পারে?
৩. শিক্ষার সুস্থ পরিবেশের সাথে শ্রেণি কক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কী সম্পর্ক রয়েছে?
৪. শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পরলে তা সামাজিক ভাবে কী কী প্রভাব পেলতে পারে?

পর্ব-গ: শ্রেণি কক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্ভূত সমস্যা সমূহ

শ্রেণিকক্ষ হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞানের আলো বিতরণ করেন। তাই শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ হওয়া চাই পরিপাটি। যেখানে নির্মল পরিবেশ থাকবে। কিন্তু এই সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে বা পরিবেশ তৈরি করার সময় কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নিম্নে সেসকল সমস্যা তুলে ধরুন।

শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্ভূত সমস্যা সমূহ-

- প্রয়োজনীয় উপকণের অভাব;
- কাজের প্রতি অনীহা;
- ----------

তালিকা: ১১.১.১ (শ্রেণি কক্ষ পরিষ্কারে উদ্ভূত সমস্যা সমূহ)

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে আরো কী কী সমস্যা রয়েছে তা উল্লেখ করুন।

পর্ব-ঘ: শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী করণীয়

শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীরা অবস্থান করলেও শিক্ষকের প্রাণ এই শ্রেণিকক্ষ। শিক্ষার্থীদের মেধা মনন ও বুদ্ধিবৃত্তি গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষার পরিবেশ সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কিছু করণীয় রয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কী কী করণীয় রয়েছে তার একটি তালিকা:

ক্রম নং	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের করণীয়	সহায়ক উপকরণ
০১	শ্রেণি কক্ষের কোন প্রকার কাগজ-পত্রাদি যত্র-তত্র না ফেলা।	শ্রেণি কক্ষে ঝুড়ি রাখতে হবে।
০২	টিফিন বা মিড ডে মিল খাওয়ার পর ভালো ভাবে পরিষ্কার করা।	
০৩	দেয়ালের যেখানে সেখানে না লিখতে সতর্কীকরণ নোটিশ।	
০৪	শিক্ষক নিয়মিত শ্রেণিকক্ষ ও টেবিল পরিষ্কার রাখতে উদ্বুদ্ধ করবেন।	
০৫	টেবিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাতে সহায়ক ভূমিকা রাখা।	
০৬	শিক্ষার্থী সবাই মিলে শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করতে কার্য তালিকা তৈরি করবে।	
০৭	বিদ্যালয়ে নিজ নিজ ব্যবহারের সামগ্রী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন।	
০৮	সপ্তাহে ১ দিন বিদ্যালয়ের আঙ্গীনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবেন।	

চিত্র: ১১.১.২ (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের করণীয় তালিকা)

নির্দেশনা: শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে আরো করণীয় কী কী রয়েছে তা যুক্ত করুন।

মূল শিখনীয় বিষয়

সুস্বাস্থ্যকর শিক্ষার পরিবেশের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শ্রেণিকক্ষ (Clean Classroom)

শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

পরিষ্কার পরিচ্ছতা ঈমানের অঙ্গ ও সুস্থাস্থ্যের অনুকুল পরিবেশ বিরাজমান থাকে। শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমকে সুস্থ, সুন্দর ও মনোরম করতে প্রয়োজন শ্রেণিকক্ষকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। এই কাজ সহজ হলেও তা নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে কঠিন মনে হয়। নিয়মিত শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত সকলের নৈতিক দায়িত্ব। শ্রেণিকক্ষের সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ শিক্ষার্থীদের মন-মেজাজ ও আগ্রহ তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার গুরুত্ব

১. শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে মনও প্রফুল্ল থাকে যা কার্যক্রমে অনুকূল পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়।
২. সহযোগীতামূলক শিক্ষণ পরিবেশ।
৩. শিক্ষার্থীরা সবার সাথে মিথস্ক্রয়ার ফলে ভাতৃত্ববোধ গড়ে উঠে।
৪. শিক্ষার্থীদের মাঝে শৃঙ্খলাবোধ তৈরি হয়।
৫. শারীরিক সুস্থ্যতা ও মানসিক প্রশান্তি বজায় থাকে সব সময়।
৬. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয় উপকণের ব্যবহার শিখে যায়।
৭. শ্রেণি কক্ষের আসবাবপত্র ব্যবহার উপযোগী হয়ে ওঠে।
৮. নানা ধরণের রোগ জীবানুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।
৯. শিক্ষার্থীরা শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমে মনোযোগী হতে পারে।
১০. শিক্ষক-শিক্ষার্থী সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।
১১. শ্রেণিকক্ষের এই শিক্ষা ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে প্রভাব পেলে।
১২. পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হয়।
১৩. শৃঙ্খলাবোধ তৈরি হয়।
১৪. সকল কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্মে।
১৫. প্রত্যেকে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে।
১৬. শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি জীবনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রভাব প্রতিফলিত হবে।
১৭. শিক্ষার্থীরা পরিবেশ সংরক্ষণে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে সমর্থ হয়।
১৮. বজ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করে।
১৯. প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানে দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে।
২০. শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম হয়ে ওঠে বাস্তবমূখী।

অতএব, বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা ও শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখায় এখন নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে উদ্ভূত সমস্যা সমূহ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, শ্রেণি কক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার সময় কী কী সমস্যার সম্মূখীন হতে হয়?
শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার সময় যে সমস্যাগুলো দেখা দেয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

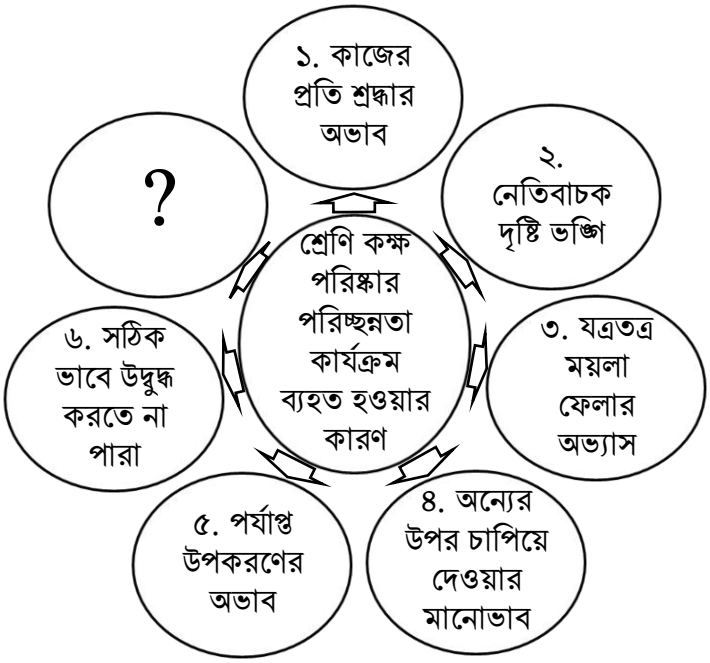

চিত্র: ১১.১.৫ (শ্রেণি কক্ষ পরিষ্কারে উদ্ভূত সমস্যা)

শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে গেলে আরো কী কী সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে তা সংযুক্ত করে উপস্থাপন করুন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা

শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী কিছু দায়িত্ব রয়েছে। তা নিম্নরূপ-

ক্রম নং	শিক্ষকের ভূমিকা	শিক্ষার্থীর ভূমিকা
০১	প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রাত্যহিক সমাবেশে উপস্থিত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা।	প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে প্রাত্যহিক সমাবেশে উপস্থিত থাকা।
০২	প্রাত্যহিক সমাবেশে শিক্ষার্থীদের দিক নির্দেশনা প্রদান করা।	শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম প্রতিপালন করা।
০৩	বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজ নিজেদের কাজ তা শিক্ষার্থীদের উপলব্দি করনো।	শিক্ষার্থীরা প্রতিটি কাজকে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
০৪	শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দিবেন।	শিক্ষার্থীরা সুশৃঙ্খল হওয়ার শিক্ষা লাভ করবে।
০৫	শিক্ষার্থীদের প্রচলিত নিয়মনীতি জানাবেন।	শিক্ষার্থী প্রচলিত নিয়মনীতিগুলো মেনে চলবে।
০৬	শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন জানাবেন।	শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রীয় আইন শৃঙ্খলা মেনে চলবে।
০৭	সকল শিক্ষার্থীদের অনুযায়ী বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।	শিক্ষার্থীরা নির্দেশনাগুলোদলবদ্ধ ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
০৮	প্রাত্যহিক শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার রাখতে শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মাবলী তৈরি করে দিবেন।	শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে।
০৯	সকল শিক্ষার্থীদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করবেন।	একে অন্যের প্রতি ন্যায় ও সদাচরণ করবে।
১০	দলবদ্ধ এবং ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে শেখাবেন।	শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

চিত্র: ১১.১.৩ (শ্রেণি কক্ষ পরিষ্কারে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ভূমিকা)

নির্দেশনা: বিদ্যালয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে আপনার মতামত সংযুক্ত করুন।

ব্যবহারিক কাজ

শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যলয়ের আঙ্গিনা এবং বিদ্যালয়ের বাগান পরিষ্কার করার জন্য শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিবেন। গাইড শিক্ষক শিক্ষার্থীদের করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। প্রত্যেক গ্রুপ বা দলকে আলাদা আলাদা কাজ দিবেন। কাজ শেষে শিক্ষার্থীদের একটি জব প্রতিবেদন দাখিল করতে বলবেন। গাইড শিক্ষক জব প্রতিবেদনগুলো সংরক্ষণ করবেন এবং একটি উপযুক্ত সময়ে তাদের কাজকে মূল্যায়িত করে দক্ষতার ক্রমানুসারে সকলকে পুরস্কৃত করবেন এবং সম্ভব হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রসংশা পত্র প্রদান করবেন। এতে করে বিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হবে এবং ব্যক্তিগত জীবনে কাজে প্রতি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

প্রতিবেদন দাখিলের গাইড লাইন (জব রিপোর্ট)

জবের নাম:_____

ছাত্র/ছাত্রীর নাম:_____

শ্রেণি:_____ রোল নং: _____ ট্রেড:_____

সেশন: _____ রিপোর্ট প্রদানের তারিখ:_____

জবের নাম

ক্রম নং	বিষয়	বিবরণ
০১	প্রতিষ্ঠানের নাম:	
০২	জবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:	
০৩	জবের উদ্দেশ্য:	
০৪	করণীয় বিষয়:	
০৫	উপকরণ/যন্ত্রপাতি:	
০৬	কাজের ধারাবাহিক বর্ণনা:	
০৭	সর্তকতা:	
০৮	কাজের ফলাবর্তন/মূল্যায়ণ:	
০৯	শিক্ষকের মন্তব্য:	
১০	নম্বর প্রদান (কাজ ও দলগত শৃঙ্খলার জন্য):	

তালিকা: ১১.১.৪ (জব রিপোর্ট)

নির্দেশনা: গাইড শিক্ষক প্রয়োজনে সংযোজন-বিয়োজন করবেন এবং জব রিপোর্ট প্রতিবিদেনগুলো সংরক্ষণ করবেন।

সারসংক্ষেপ:

একজন শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। এ সমস্ত বিষয়ের একটি হচ্ছে শ্রেণিক্ষের পরিবেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারী সকলের ভূমিকা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া ও করোনার মত ভয়াবহ ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়া আমাদের এমন শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস করতে হবে। শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতেও নির্দেশনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং শিক্ষার পরিবেশকে শিক্ষা বান্ধব ও আকর্ষণীয় করতে প্রয়োজন তাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সম্পর্কে সচেতন

করে গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীরা সচেতন হলে শ্রেণিকক্ষের সাথে সাথে তাদের বাড়িতে পড়ারকক্ষটিও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। সমাজে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। শ্রেণিকক্ষ হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞানের আলো বিতরণ করেন। তাই শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ হওয়া চাই পরিপাটি ও স্বাস্থ্য সম্মত। শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীরা অবস্থান করলেও শিক্ষকের প্রাণ এই শ্রেণিকক্ষ। শিক্ষার্থীদের মেধা মনন ও বুদ্ধিবৃত্তি গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষার পরিবেশ সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কিছু করণীয় রয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছতা ঈমানের অঙ্গ ও সুস্থাস্থ্যের অনুকুল পরিবেশ বিরাজমান থাকে। শিক্ষণ শেখানো কার্যক্রমকে সুস্থ, সুন্দর ও মনোরম করতে প্রয়োজন শ্রেণিকক্ষকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। এই কাজ সহজ হলেও তা নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে কঠিন মনে হয়। শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে মনও প্রফুল্ল থাকে যা কার্যক্রমে অনুকূল পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়। সহযোগীতামূলক শিক্ষণ পরিবেশ গড়ে উঠে। শিক্ষার্থীরা সবার সাথে মিথস্ক্রয়ার ফলে ভাতৃত্ববোধ গড়ে উঠে। শিক্ষার্থীদের মাঝে শৃঙ্খলাবোধ তৈরি হয়। শারীরিক সুস্থ্যতা ও মানসিক প্রশান্তি বজায় থাকে সব সময়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে কিছু সমস্যা থাকলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা কিছু দায়িত্ব রয়েছে। যেমন- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রাত্যহিক সমাবেশে উপস্থিত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা। প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে প্রাত্যহিক সমাবেশে উপস্থিত থাকবে। প্রাত্যহিক সমাবেশে শিক্ষার্থীদের দিক নির্দেশনা প্রদান করা। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম প্রতিপালন করা শিক্ষার্থীর কর্তব্য তা তাদের কর্মজীবনের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

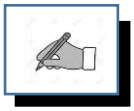

মূল্যায়ন:

১. শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনতা উল্লেখ করুন। ২. শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে কী কী উপকরণ থাকা আবশ্যক। ৩. শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করুন। ৪. শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা বর্ণনা করুন। ৫. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখতে কী কী সমস্যা দেখা দেয় তা তুলে ধরুন। ৬. Clean Campus এর জন্য আপনার নিজস্ব ভাবনা বিশ্লেষণ করুন।	**উত্তর:** ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

পরবর্তী অধিবেশনের প্রস্তুতি:

আমরা "**ব্যবহারিক কাজে ওয়ার্কশপ ব্যবহারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা**" নিয়ে আলোচনা করবো।

তথ্য সূত্র:

1. এনসিটিবি: http://bitly.ws/9Yft এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম নবম-দশম শ্রেণির সকল ট্রেড বই সমূহ।
2. Link: https://rb.gy/7vud0l (unicef.org/bangladesh/গল্পসমূহ/কোভিড-১৯-কালে-শ্রেণিকক্ষে-সতকর্তা)(০১-০৯-২০২০)

ব্যবহারিক কাজে ওয়ার্কশপ ব্যবহারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

ভূমিকা

দক্ষতাই সম্পদ। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য আমাদের দেশের প্রতিটি কর্মক্ষম জনগণকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে প্রয়োজন দক্ষতা প্রদান। দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। আর এই কাজটি সঠিক ভাবে করতে পারলে অল্প সময়ের মধ্যে গড়ে উঠবে অর্থনীতির ভিত। ব্যবহারিকের প্রায় প্রতিটি কাজের মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি। কারণ এখানে রয়েছে বিদ্যুৎ চালিত মেশিন ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার। তাই ব্যবহারিক কাজের সময় যেন কোন ভাবে শারীরিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেই জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করা আবশ্যক।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি...

- ব্যবহারিক কাজের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ব্যবহারিক কাজের সময় নিরাপদ যন্ত্রপাতি ও মেশিনের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্যবহারিক কাজের সময় সর্তকতামূলক আচরণ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ব্যবহারিক কাজের সময় সহকর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

- ছবি, চার্ট, মডেল, নিরাপত্তা উপাদান সমূহ, ফ্লো-চার্ট, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, ভিডিও কনটেন্ট ইত্যাদি।

পূর্বসমূহ

প্রথমেই মনোযোগ সহকারে “মূল শিক্ষনীয় বিষয়” অংশটি পড়ে নিন। তারপর একে একে পর্বগুলো অনুসরণ করুন।

পর্ব-ক: ব্যবহারিক কাজে ওয়ার্কশপ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় উপকরণ

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য নিচের ছবিগুলো লক্ষ করি।

চিত্র: ১১.২.১

চিত্র: ১১.২.২

চিত্র: ১১.২.৩

চিত্র: ১১.২.৪

চিত্র: ১১.২.৫

চিত্র: ১১.২.৬

চিত্র: ১১.২.৭

চিত্র: ১১.২.৮

- ১নং ছবিতে দেখতে পাচ্ছি পোশাক সুইং অফারেটরা মাস্ক পরিধান করে সেলাই করছে;

- ২নং ছবিতে দেখতে পাচ্ছি হাতের নিরাপত্তার জন্য গ্লাভস;
- ৩নং ছবিতে দেখতে পাচ্ছি শরীর রক্ষার জন্য এপ্রোন;
- ৪নং ছবিতে দেখতে পাচ্ছি মাথার সুরক্ষার জন্য হেলমেট;
- ৫নং ছবিতে দেখতে পাচ্ছি মাথার চুল সুরক্ষার জন্য হেয়ার ক্যাপ;
- ৬নং ছবিতে দেখতে পাচ্ছি ধুলিবালি, রোগ জীবানু ও ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাস্ক;
- ৭নং ছবিতে দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার্থীরা মাস্ক পরিধান করেছে;
- ৮নং ছবিতে দেখতে পাচ্ছি ময়লা ও জিবানুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হাত ধৌত করছে;

উপরের ছবিগুলো শ্রেণিকক্ষ স্বাস্থ্য সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত। আপনি কী ব্যবহারিক কাজে নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত নিজস্ব কোন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারেন? ব্যবহারিক কাজের সময় কি কি নিরাপত্তামূলক উপকরণ ব্যবহার করতে হয় তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

পর্ব-খ: ব্যবহারিক কাজের সময় নিরাপদ যন্ত্রপাতি ও মেশিনের ব্যবহার

ব্যবহারিক কাজে সরাসরি মেশিনারিজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়। নিম্নে ব্যবহারিক কাজে নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিয়মাবলী দুটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো-

- উত্তম ভাবে ফিট করে এমন পোশাক ব্যবহার করতে হবে;
- বিশেষ করে হাতের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যেন কোন ভাবে চলন্ত মেশিনে না লাগে;
- ----------

তালিকা: ১১.২.১ (ব্যবহারিক কাজের সময় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ)

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, তাই শিক্ষার্থী বা ব্যবহারিক কাজে সম্পৃক্ত সকলকে কি কি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

পর্ব-গ: ব্যবহারিক কাজের সময় সর্তকতামূলক আচরণ

ব্যবহারিক কাজের সময় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় সামান্য ভুল আচরণের জন্য বিশাল দূর্ঘটনা হয়ে যেতে পারে। যা সারা জীবনে সংশোধনযোগ্য নাও হতে পারে। এমন একটু অসর্তকতার ফলে অঙ্গহানি এবং ক্ষেত্র বিশেষে মৃত্যুর ঝুঁকিও থাকতে পারে।

নিম্নে ব্যবহারিক কাজের সময় সর্তকতামূলক আচরণের সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো-

- নিরাপদ পোশাক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ পরিধান করে কাজ করতে হবে;
- দূর্ঘটনা প্রবন বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকা;
- কারখানার সকল নিয়মাবলী নিদিষ্ট স্থানে লিখে ঝুলিয়ে রাখতে হবে;
- মালামাল পরিবহনে উপযুক্ত বাহন ব্যবহার করতে হবে।
- কাজের সময় হাসি-ঠাট্টা করা এবং কারখানার ভিতরে দৌড়ানো যাবে না;
- কাজের সময় অমনোযোগী হওয়া যাবে না;
- প্রয়োজনীয় ক্ষতিকর উপকরণ যেমন-এসিড ও দাহ্য পদার্থ নিদিষ্ট স্থানে রাখতে হবে;
- লুজ বা ঢিলে-ঢালা পোশাক পরিধান করা যাবে না;
- কোন কাজের তাড়াহুড়ো করা যাবে না।

এছাড়াও আরো কি কি সর্তকতা মূলক ব্যবস্থাগ্রহণ করা যায় উল্লেখ করুন।

মূল শিখনীয় বিষয়

ব্যবহারিক কাজে ওয়ার্কশপ ব্যবহারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

ব্যবহারিক কাজের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ব্যবহারিক কাজে সরাসরি মেশিনারিজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়। নিম্নে ব্যবহারিক কাজে নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিয়মাবলী উল্লেখ করা হলো-

ক্রম নং	বিবরণ
০১	উত্তম ভাবে ফিট করে এমন পোশাক ব্যবহার করতে হবে।
০২	বিশেষ করে হাতের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যেন কোন ভাবে চলন্ত মেশিনে না লাগে।
০৩	এপ্রোনের হাতা যেন মেশিনারিজের সাথে না লাগে খেয়াল রাখতে হবে।
০৪	পোশাকের বোতাম ভালভাবে আটকে দিতে হবে।
০৫	অলংকার, হাত ঘড়ি, আংটি ব্যবহার হতে বিরত থাকতে হবে।
০৬	লুজ পোশাক পরিহার করতে হবে।
০৭	ধারালো কাটার বা টুলস এপ্রোনের পকেটে রাখা যাবে না।
০৮	মেয়েদের চুল খোলা রাখা যাবে না।
০৯	মেয়েদের চুল টাইট করে বেঁধে চুলের ক্যাপ পরতে হবে।
১০	নির্দেশনা মোতাবেক এয়াপ্রোন ব্যবহার করতে হবে।

চিত্র: ১১.২.২ (ব্যবহারিক কাজের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা)

ব্যবহারিক কাজের সময় নিরাপদ যন্ত্রপাতি ও মেশিনের ব্যবহার

ব্যবহারিক কাজে সরাসরি যন্ত্রপাতি ও কাটিং টুলস ব্যবহার করতে হয়। নিম্নে ব্যবহারিক কাজে নিরাপদ থাকার জন্য যন্ত্রপাতি ও কাটিং টুলস ব্যবহারের নিয়মাবলী উল্লেখ করা হলো-

ক্রম নং	বিবরণ
০১	কাজের স্থানে যেন পানি বা তেল না থাকে।
০২	মেশিনে তেল দেওয়ার পর বাহিরের তেল ভালোভাবে মুছে নিতে হবে।
০৩	প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ নিদিষ্ট স্থানে রাখতে হবে।
০৪	চলন্ত বা ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতি ঢেকে রাখতে হবে।
০৫	প্রয়োজনে দ্রুত মেশিন বন্ধ করার কৌশল জানা থাকতে হবে।
০৬	মেশিন চালু অবস্থায় কারো সাথে গল্প করা যাবে না।
০৭	চালু অবস্থায় মেশিনের সমনে হাত যেন নিরাপদ দূরত্বে থাকে।
০৮	কাজ শেষে যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদি ভালো ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতে হবে।
০৯	কাজ শেষে মেশিন ও যন্ত্রপাতি ঢেকে রাখতে হবে।
১০	কাজ শেষে মেশিনের সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ বিছিন্ন করে দিতে হবে।
১১	মনে রাখতে হবে নিরাপত্তা সবার আগে।

চিত্র: ১১.২.৩ (ব্যবহারিক কাজের সময় নিরাপদ যন্ত্রপাতি ও মেশিনের ব্যবহার)

ব্যবহারিক কাজের সময় সহকর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত করা

ব্যবহারিক কাজের সময় সহকর্মীদের নিরাপদ পোশাক পরতে উৎসাহিত করা দরকার। যেমন-

১. বিপদের সম্ভাবনা দেখা মাত্র সবাইকে সাবধান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. সহকর্মীদের অলংকার ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করতে হবে।
৩. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ক্যাপ ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।
৪. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মাস্ক ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।
৫. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গ্লাবস ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।
৬. ব্যবহারিক কাজের সময় ভালোভাবে চুল বেঁধে উৎসাহিত করতে হবে।
৭. লুজ পোশাক নাপতে উৎসাহিত করতে হবে।
৮. কাজের সময় যেন সম্পূর্ণ মনোযোগ কাজের মধ্যে থাকে তার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।
৯. নিরাপদ পোশাক পরিধান করতে উৎসাহিত করতে হবে।
১০. ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যেন অমনোযোগী না হয় তার জন্য সতর্ক করতে হবে।

নির্দেশনা: আরো কী কী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণে সহকর্মীদের উৎসাহিত করা যায় তা সংযুক্ত করুন।

সারসংক্ষেপ:

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য আমাদের দেশের প্রতিটি কর্মক্ষম জনগণকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে প্রয়োজন দক্ষতা প্রদান। দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। আর এই কাজটি সঠিক ভাবে করতে পারলে অল্প সময়ের মধ্যে গড়ে উঠবে অর্থনীতির ভিত। ব্যবহারিকের প্রায় প্রতিটি কাজের মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি। কারণ এখানে রয়েছে বিদ্যুৎ চালিত মেশিন ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার। ব্যবহারিক কাজের সময় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় সামান্য ভুল আচরণের জন্য বিশাল দূর্ঘটনা হয়ে যেতে পারে। যা সারা জীবনে সংশোধনযোগ্য নাও হতে পারে। এমন একটু অসর্তকতার ফলে অঙ্গহানি এবং ক্ষেত্র বিশেষে মৃত্যুর ঝুঁকিও থাকতে পারে। ব্যবহারিক কাজের সময় সর্তকতামূলক আচরণের সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সার্বিক ধারণা থাকা উচিত। যেমন- নিরাপদ পোশাক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ পরিধান করে কাজ করতে হবে। দূর্ঘটনা প্রবন বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকা। কারখানার সকল নিয়মাবলী নিদিষ্ট স্থানে লিখে ঝুলিয়ে রাখা ও সে মোতাবেক প্রতিপালন করা। ব্যবহারিক কাজে সরাসরি মেশিনারিজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়। ব্যবহারিক কাজের সময় সহকর্মীদের নিরাপদ পোশাক ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা দরকার। যেমন- বিপদের সম্ভাবনা দেখা মাত্র সবাইকে সাবধান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সহকর্মীদের অলংকার ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ক্যাপ ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে। এই ভাবে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তায় দিতে পারে শতভাগ দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা।

মূল্যায়ন:

১. ব্যবহারিক কাজে ব্যবহৃত কয়েকটি উপকরণের নাম উল্লেখ করুন। ২. মেশিন চালনো অবস্থায় কী কী সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে? ৩. যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সতর্ক না থাকলে কী কী সমস্যা হতে পারে? ৪. ব্যবহারিক কাজের সময় নিরাপদ আচরণ কেমন হতে হবে? ৫. ব্যবহারিক কাজের সময় সহকর্মীদের কোন কোন বিষয়গুলোতে সতর্ক করতে হবে?	**উত্তর:** ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

পরবর্তী অধিবেশনের প্রস্তুতি:

আমরা "**ব্যবহারিক কাজে ওয়ার্কশপ ব্যবহারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা**" নিয়ে আলোচনা করবো।

তথ্য সূত্র:

1. এনসিটিবি: http://bitly.ws/9Yft এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম নবম-দশম শ্রেণির সকল ট্রেড বই সমূহ।
2. Link: https://rb.gy/7vud0l (unicef.org/bangladesh/গল্পসমূহ/কোভিড-১৯-কালে-শ্রেণিকক্ষে-সতকর্তা)(০১-০৯-২০২০)